ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

ফিচার-৩৩
সাব্রুম, ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

জয় গণেশ স্ব-সহায়ক দল এক অনুপ্রেরণার নাম

।। অমৃত দাস ।।

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার গ্রামীণ জনপদের অনেক মা-বোন দীর্ঘদিন ধরে সংসার, কৃষিকাজ ও নিত্য প্রয়োজনীয় সংগ্রামের মধ্যেই নিজেদের জীবন সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। অর্থনৈতিক অনিশ্চিয়তা, আয়ের অভাব এবং বাজার ব্যবস্থার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত না থাকার কারণে তাদের শ্রমের প্রকৃত মূল্য তারা কখনও পাননি। ঠিক এমন এক বাস্তবতার মধ্যেই জন্ম নেয় এক নতুন স্বপ্ন এক নতুন উদ্যোগ, যার নাম 'জয় গণেশ মহিলা স্ব-সহায়ক দল'। এই দলের সদস্যা পারমিতা দাস, শিপ্রা দাস, রিতা দেবনাথ ও রিঙ্কু দাস -চারজন সাধারণ গৃহবধূ একদিন সিদ্ধান্ত নেন তারা নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই গড়বেন। সেই সিদ্ধান্তই আজ তাদের নিয়ে এসেছে সফলতার পথে।

জয় গণেশ মহিলা স্ব-সহায়ক দলের সদস্যারা সকলেই সাধারণ পরিবার থেকে উঠে এসেছেন। সংসারের আয় ছিল সীমিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বামী বা পরিবারের অন্য উপার্জনক্ষম সদস্যদের উপর সংসারের ভার ন্যাস্ত থাকতো। হঠাৎ কোনো অসুখ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা কৃষিতে লোকসান সবকিছুই সংসারকে নড়বড়ে করে দিত। এই পরিস্থিতিতে তারা বুঝতে পারেন, শুধু সঞ্চয় নয়, প্রয়োজন একটি স্থায়ী আয়ের উৎস। স্বসহায়ক দলের মাধ্যমে নিয়মিত বৈঠক, সঞ্চয়ের অভ্যাস ও আর্থিক সচেতনতার মধ্য দিয়ে তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে পারস্পরিক আস্থা ও আত্মবিশ্বাস। দলের কাজকর্ম আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন ছিল মূলধন। সেই সময় ভিলেজ লেভেল ফেডারেশনের মাধ্যমে তারা ২.৪০ লক্ষ টাকা স্বল্প সুদে ঋণ গ্রহণ করেন। এই ঋণ তাদের জীবনে এক নতুন দিগন্ত খুলে দেয়। ঋণ গ্রহণের আগে তারা একাধিকবার পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করেন, কি ধরনের ব্যবসা করা যায়, ঝুঁকি কম কিন্তু লাভজনক। স্থানীয় সম্পদকে কিভাবে কাজে লাগানো যায় এই আলোচনার মধ্য থেকেই উঠে আসে একটি বাস্তব সমস্যা। স্থানীয় কাজুবাদাম চাষীরা তাদের উৎপাদিত কাজু বাদামের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেন না। দক্ষিণ ত্রিপুরার অনেক এলাকায় কাজু বাদামের চাষ হয়। কিন্তু চাষীরা প্রায়ই মধ্যস্বত্বভোগীদের কাছে কম দামে কাজুবাদাম বিক্রি করতে বাধ্য হন। বাজার সম্পর্কে ধারণার অভাব, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণের সুযোগ না থাকায় তারা প্রকৃত লাভ থেকে বঞ্চিত হন। জয় গণেশ মহিলা স্ব-সহায়ক দলের সদস্যারা এই সমস্যার মধ্যেই সম্ভাবনা খুঁজে পান। তারা সিদ্ধান্ত নেন, আমরা সরাসরি চাষীদের কাছ থেকে কাজু বাদাম কিনব, নিজেরাই সলটেড কাজু তৈরি করব এবং বাজারে বিক্রি করব। এই সিদ্ধান্ত একদিকে যেমন চাষীদের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করে, অন্যদিকে দলের জন্য তৈরি করে একটি লাভজনক ব্যবসার পথ।

ঋণের টাকা পাওয়ার পর তারা প্রথমেই কাজু বাজাম ব্যবসার প্রাথমিক প্রস্তুতি নেন। স্থানীয় চাষীদের সঙ্গে যোগাযোগ, সরাসরি গ্রামে গিয়ে চাষীদের সঙ্গে কথা বলে কাজু বাদাম সংগ্রহ শুরু করেন। কিভাবে কাজু বাদাম পরিষ্কার, ভাজা (সলটেড), প্যাকেটজাত ও সংরক্ষণ করতে হয় এই বিষয়ে তারা প্রশিক্ষণ নেন ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করেন। সরঞ্জাম ক্রয়, কাজু, ভাজার পাত্র, গ্যাসের উনান, ওজন মাপার মেশিন, প্যাকেট ও সিলিং মেশিন কেনা হয়। স্বাস্থ্য সম্মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, নির্দিষ্ট পরিমাণ লবণ ব্যবহার এবং মানসম্মত প্যাকেজিংয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। জয় গণেশ মহিলা স্ব-সহায়ক দলের তৈরি সলটেড কাজুবাদাম খুব দ্রুত স্থানীয় বাজারে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কারণ এই কাজু ছিল একেবারে স্থানীয় ও তাজা, স্বাদ ছিল প্রাকৃতিক। দাম ছিল যুক্তি সংগত, প্যাকেটের গায়ে দলের নাম ও যোগাযোগ নম্বর থাকায় ক্রেতাদের আস্থা বাড়ে। হাট, বাজার, স্থানীয় এলাকা ও স্থানীয় অনুষ্ঠানে তাদের কাজু বাদামের চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

*****২য় পাতায়

ব্যবসা শুরু করার কয়েক মাসের মধ্যেই দলের আর্থিক অবস্থায় দৃশ্যমান পরিবর্তন আসতে থাকে। মাসিক নিয়মিত আয় শুরু হয়, ঋণের কিস্তি সময়মতো পরিশোধ করা সম্ভব হয়, সংসারের অভাব, অনটন কিছুটা মেটানো সম্ভব হয়। সবচেয়ে বড় কথা সদস্যাদের চোখে মুখে ফুটে ওঠে তৃপ্তি ও আত্মবিশ্বাসের ছবি। এই উদ্যোগ শুধু দলের জন্য নয়, স্থানীয় কাজুবাদাম চাষীদের জন্যও আশীর্বাদ হয়ে ওঠে। তারা আগের তুলনায় ভালো দাম পান, মধ্যস্বত্বভোগীর উপর নির্ভরতা কমে, চাষে আগ্রহ বাড়ে আজ জয় গণেশ মহিলা স্ব-সহায়ক দল শুধু একটি ব্যবসায়িক ইউনিট নয়, এটি একটি অনুপ্রেরণার নাম। আশপাশ গ্রামের অনেক মহিলা তাদের দেখে স্ব-সহায়ক দলে যুক্ত হতে আগ্রহী হচ্ছেন। বিভিন্ন সভা, মেলা ও কর্মশালায় তাদের অভিজ্ঞতা শোনার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। তারা প্রমাণ করেছেন সঠিক পরিকল্পনা, সাহস ও দলগত প্রচেষ্টা থাকলে গ্রামীণ নারীরাও সফল উদ্যোক্তা হতে পারেন। অন্যের মুখাপেক্ষী থেকে নিস্তার পেতে পারেন। জয় গণেশ মহিলা স্ব-সহায়ক দলের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কাজু বাদামের নতুন ফ্লেভার তৈরি, বড় বাজার ও শহরে সরবরাহ, অনলাইন বিক্রির উদ্যোগ, আরও মহিলাকে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি প্রভৃতি। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জয় গণেশ মহিলা স্ব-সহায়ক দলের এই সাফল্যের কাহিনী প্রমাণ করে উন্নয়নের মূল কথা হলো স্থানীয় সম্পদকে কাজে লাগিয়ে সাধারণ মানুষের আর্থ সামাজিক মান বদলে দেওয়া। পারমিতা দাস, শিপ্রা দাস, রিতা দেবনাথ ও রিঙ্কু দাস আজ শুধু সফল উদ্যোক্তা নন, তারা গ্রামের অন্যান্য মেয়েদের কাছে আজ অনুপ্রেরণা। স্বপ্ন দেখলে, কঠোর পরিশ্রম করলে, সাহস থাকলে আর একসাথে চললে যে সাফল্য আসবে, জয় গণেশ মহিলা স্ব-সহায়ক দল আজ সেই দৃষ্টান্তই সমাজে স্থাপন করেছে।

*****